দৈনিক
জনকণ্ঠ

26 MAR 2003

L ১২ — ২

কাল এসএসসি পরীক্ষা, ইউপি নির্বাচন বিশ্বকাপ ক্রিকেট ইরাকে হামলা— প্রতিকূল অবস্থায় চলেছে প্রস্তুতি

মোশতাক আহমেদ ॥ ইরাক যুদ্ধের কারণে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত দেশের প্রায় সাড়ে ১১ লাখ কোমলমতি শিক্ষার্থী আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এস এস সি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। গ্রেডিং পদ্ধতির আওতায় এটি হচ্ছে তৃতীয় এসএসসি পরীক্ষা। মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ নয়টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশে ১৬শ' ৫৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষায় মোট ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষায় নকলরোধে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে। কেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি, স্থানীয় সংসদসদস্য ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কেন্দ্রে প্রবেশ না করা, নকলবাজ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি নকলে সহযোগিতাকারী শিক্ষকদের বহিষ্কারসহ বিভিন্ন শাস্তি দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। পরীক্ষার কেন্দ্রও পরিবর্তন করা হচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিবের সমন্বয়হীনতার মাধ্যমে নকল প্রতিরোধ হবে কিনা সেটিই প্রশ্ন।

জানা গেছে এবারে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় মোট ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯ পরীক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে এসএসসিতে ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬শ' ৫২ (ছাত্র ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬শ' ১৭ ও ছাত্রী ৪ লাখ ১৫ হাজার ৩৫), দাখিলে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭শ ৬৯ (ছাত্র ১ লাখ ৪ হাজার ৩৬২ ও ছাত্রী ৬৪ হাজার ৪শ' ৭) ও ভোকেশনালে ৩১ হাজার ৬শ ২৮ (ছাত্র ২১ হাজার ৬শ' ৬৪ ও ছাত্রী ৯ হাজার ৯শ' ৬৪)। গতবার পরীক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ২৪ হাজার ১শ' ৩৯।

জানা গেছে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা শেষ না হতেই শুরু হয়েছে ইরাক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। পরীক্ষার পড়াশোনা ফেলে তারা টিভিসহ বিভিন্ন মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এতে পড়াশোনার ব্যাঘাত তো ঘটছেই-পাশাপাশি কোমলমতি এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

এদিকে পরীক্ষায় নকল রোধে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। জানা গেছে নকল ঠেকাতে

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

কাল এসএসসি পরীক্ষা

(১২-এর পাতার পর)

যে স্কুলে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হবে সেই স্কুলের শিক্ষার্থীরা অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। তাছাড়া অতিরিক্ত নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হবে নকলবাজ স্কুলের এমপিওভুক্তি প্রয়োজনে বাতিল করা হবে। কেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ধারা জারি করা হবে। পদক্ষেপের মধ্যে আরও রয়েছে দেহ তল্লাশি করে পরীক্ষার্থীদের হলে ঢোকানো, কেন্দ্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির হলে প্রবেশ নিষেধ করা, নকলে সহযোগিতাকারী শিক্ষকদের বহিষ্কার করা, পরীক্ষার আশপাশের ফটোকপির দোকান বন্ধ রাখা ভিজিল্যান্স টিমদের কেন্দ্র পরিদর্শন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের জন্য আলাদা টিম রাখা। তাছাড়া মন্ত্রীদের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন।

এদিকে নকল প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও সক্রিয় থাকবে। ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. কাইয়ুম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় পরীক্ষা কেন্দ্রের ২শ' গজের মধ্যে একত্রে ৪ ব্যক্তির উর্ধে জমায়েত ও চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এত কিছুর পরও নকল মুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কিনা সেটিই সকলের প্রশ্ন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষার মান সংরক্ষণ ও নকল প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নকল প্রতিরোধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ সেল গঠনের দাবি জানানো হয়েছে।